আফরোজা নার্গিস

সন্দেহ

গত ছ-মাস ধরে আদ্যোপান্ত অস্থিমজ্জা সমেত খাচ্ছ। রিনরিনে গলায় আক্ষেপ অভিশাপের পরিবর্তে বর্ষণ হচ্ছে নৈঃশাব্দিক আত্মতৃপ্তি। প্রথমটায় খেয়াল করিনি পরিবর্তনগুলো সেভাবে। কয়েকদিন তো রীতিমতো শান্তি লেগেছিল এমন নির্বাক শ্রী দেখে। মাস দু-এক যেতেই লক্ষ করলাম এটা অভিমানের বহিঃপ্রকাশ না, এটা আনন্দের অন্তর্ধান। কী এক আনন্দে ভাসছে সে।

আছে চোখেমুখে, অথচ সে নিশ্চুপ।

কেন আর আজকাল ঝগড়া করছ না তুমি? শেঁওতির চুলে বেণী গেঁথে নীল ফিতে বাঁধ না আজকাল। মেয়েটার খেলার ফুরসতে কানের কাছে পড়ার তাড়াও দাও না কতদিন। মেয়ে দিব্যি খেলছে শান্তিতে। ক্ষোভ নেই তোমার তাতে! ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায় কপালের বলিরেখায় গভীরতার ছাপ নেই আজকাল। কেন গো শেঁওতির মা? তোমার নামটা ডাকা হয়নি অনেককাল। শেঁওতি জন্মানোর পর থেকে, তাই না গো। কয় বছর হল বলো দেখি? হুঁ, প্রায় দশ নয় বছর, তাই না?

মেয়েটার নাম রেখেছিলে নিজের নামের আদ্যক্ষরের সাথে মিলিয়ে। সীমার মেয়ে শেঁওতি। পুরো তাও মিলল না, দন্ত্য স আর তালিব্য শ এ দ্বন্দ্ব। সীমা বলে ডাকব যে মুখে বাধে, মনে হয় অন্য কেউ, শেঁওতির মা নয়। মনে মনে ভাবি রোজ নাম ধরে ডাকব, ডাকা হয় না। গলা আটকে যায় শেঁওতির মা-তে।

কে তোমায় পাল্টাল আড়চোখে খুঁজছি রোজ। শেঁওতির গানের আধবুড়ো মাস্টার? নাকি প্রাইভেট টিউশনের স্পাইক চুলের ছেঁড়াফাটা জিন্সের উদ্ভট ছোঁড়াটা? চা দিতে গিয়ে কি দু-দণ্ড দাঁড়াচ্ছ ইদানিং? নাকি পেছনের দেয়াল ঘেঁসে উঠছে যে বাড়িটা, ও বাড়ির ব্যাংকার ছোঁড়াটার কাণ্ড? সীমাকে যখনই দেখবে ষোলো পাটি দাঁত কেলিয়ে হাসি মুখে বউদি-বউদি ডেকেই চলছে।

আচ্ছা মামুন নয় তো? আইবুড়ো ব্যাটা দুদিন পর-পর এ-ছুতোয় সে-ছুতোয় আমার বাড়ি তার আসা চাই। বন্ধু তো নয়, শত্রু শত্রু। সীমার হাতে নাকি গলে গলে জাদু পড়ে, ওর হাতের রান্না সপ্তাস্তর খাওয়া চাই।

উফ, কে যে করল এই সর্বনেশে কাজ। রোজ রাতে রবীন্দ্রনাথ পড়ার কী আছে? বুড়ো তো মরেই কবে ভূত, রোজ রাতে নতুন আর কী পায় ওতে? তারপর সারাদিন এর গান তার গান, ব্রততী না কি জানি মহিলা, কথা বলে পটপট, ওটা নাকি আবৃত্তি। তার সাথে শিমুল মুস্তফা আরো কত লোকের কথা শোনে হাঁ হয়ে। কোথায় যেন হারিয়ে যায় সীমা, সীমার আর সীমা পাই না। ওকে আর খুঁজে পাই না। দিগন্ত আর দেখা যায় না। কে এমন পাল্টে দিল ওকে?

আজকাল শাড়ি পরে মাঝে মাঝে। কালো একখানা টিপও দেয় ছাদে যাবার আগে। চোখে কাজল কি আগেও দিত? কী জানি বাবা, খোলা চুলে ছাদে যাবার দরকারটা কী! রোজ এত কাপড় ছাদেই বা কেন শুকোতে দিতে হয়? শেষ বিকালে ছাদে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না তো কেউ?

কী যে হচ্ছে এসব? নূপুরে ঘুঙুর কেন থাকে আজকাল? টুংটাং বেজেই চলে সীমার প্রতি পদক্ষেপে। আর মাথার মধ্যে বলতেই থাকে জামান সাহেব, আপনি উপেক্ষিত।

ফিরে এসো, অভিমানে, অভিশাপে, আক্ষেপে মুখর করো দিবারাত্রিকে। এই নিঃশব্দ বিচরণ আমাকে হারিয়ে দেয়, আমাকে আরো খাটো করে নিজের কাছে। এই মেয়ে তৃপ্ত, তার আক্ষেপ নেই। অথচ তার সুখের শিকড়ে আমি নেই। তাহলে কোথায় সেই আনন্দের পটভূমি? যে তৃপ্তিতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে গত দশ বছরের অবহেলার উপাখ্যান। মাঝে মাঝে হতাশার হুল ফুটে মনে। বড্ড জ্বালা। অপ্রাপ্তি যন্ত্রণা একসময় অসহায়ত্বে মিশে ভেতরটা ফাঁকা করে দেয়।

সীমা তুমি ফিরে এসো, আটপৌরে হও। আঁশটে ঘামের গন্ধে তেলচিটে আঁচলে হাত মুছে এক কাপ চায়ের সাথে আক্ষেপও দাও।